তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা-২০১৮

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
'পল্লী ভবন'
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
	মুখবন্ধ	
১	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা	১
১.১	বিআরডিবি'র পটভূমি	১
১.২	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য	১
১.৩	নির্দেশিকার শিরোনাম	২
২	নির্দেশিকার ভিত্তি	২
২.১	প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ	২
২.২	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	২
২.৩	অনুমোদনের তারিখ	২
২.৪	নির্দেশিকা বাস্তবায়নের তারিখ	২
২.৫	নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা	২
৩	সংজ্ঞাসমূহ	২-৩
৩.১	তথ্য	২
৩.২	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৩
৩.৩	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৩
৩.৪	তথ্য প্রদান ইউনিট	৩
৩.৫	আপীল কর্তৃপক্ষ	৩
৩.৬	তৃতীয় পক্ষ	৩
৩.৭	তথ্য কমিশন	৩
৩.৮	তঅআ, ২০০৯	৩

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
৩.৯	তঅবি, ২০০৯	৩
৩.১০	কর্মকর্তা	৩
৩.১১	তথ্য অধিকার	৩
৩.১২	আবেদন ফরম	৩
৩.১৩	আপীল ফরম	৩
৩.১৪	পরিশিষ্ট	৩
৪	তথ্যের ধরন এবং ধরন অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পদ্ধতি	৩-৪
ক	স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য	৩
খ	চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য	৪
গ	প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য	৪
৫	তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	৪-৫
ক	তথ্য সংরক্ষণ	৪
খ	তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	৪
গ	তথ্যের ভাষা	৪
ঘ	তথ্যের হালনাগাদকরণ	৫
৬	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৫
৭	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৫-৬
৮	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৬
৯	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৭
১০	তথ্যের জন্য আবেদন, তথ্য প্রদানের পদ্ধতি ও সময়সীমা:	৭-৮
১১	তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধ	৮

১২	আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি	৮-৯
১২.১	আপিল কর্তৃপক্ষ:	৮
১২.২	আপিল পদ্ধতি	৮
১২.৩	আপিল নিষ্পত্তি	৯
১৩	তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান	৯
১৪	জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৯
১৫	নির্দেশিকার সংশোধন	৯
১৬	নির্দেশিকার ব্যাখ্যা	৯
	পরিশিষ্ট	১০-১৭

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক নাগরিক অধিকারের অনুষঙ্গ চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা। তথ্যের অধিকার এ মৌলিক অধিকারেরই অচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের অধিকার নিশ্চিত হয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একদিকে জনগণের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্র রচিত হয়, অন্যদিকে দুর্নীতির শংকাও দূর হয়। এ কারণে সরকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠার অভীষ্ট থেকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের রূপকল্প-২০২১- এর অনুবর্তনে দারিদ্র্যের হার হ্রাসের লক্ষ্যে প্রকৃত দরিদ্রদের উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেয়ার জন্য স্বচ্ছতা একান্ত প্রয়োজন বলেই তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে একটি তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। এ বিবেচনায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৮ প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৯৭২ সনে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সূচিত সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ক্রমধারায় ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশমূলে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি'র অভ্যুদয়। দ্বি-স্তর সমবায়ের আঙ্গিকে গ্রামীণ সংগঠন সৃষ্টি, নেতৃত্বের বিকাশ, নিজস্ব সঞ্চয় ও শেয়ারের মাধ্যমে পুঁজি গঠন এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রবর্তনের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নতুন কৃষি প্রযুক্তি, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আয় উৎসারী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত করে চলেছে। গত ৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে উক্ত অধ্যাদেশ এর স্থলে বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ, সাংগঠনিক কাঠামো ও পল্লী উন্নয়ন দলের ভূমিকায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রবর্তিত হয়। পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত অব্যাহত প্রয়াসের মাধ্যমে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন খাতের সর্ববৃহৎ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। জনগণের খুব কাছে অবস্থান করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড দরিদ্র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে একনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পল্লীর জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর অধীন বর্তমানে ৩টি প্রকল্প এবং ১৫টি কর্মসূচী চলমান এবং আরো ০৮টি প্রকল্পের কাজ অচিরেই শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সকল কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের বিভিন্ন তথ্য জানার অধিকার রয়েছে যা তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর তথ্যের ভান্ডারে নাগরিকদের প্রবেশাধিকার অবারিত হবে যা এ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত বা পরিকল্পিত যে কোন কাজের বিষয়ে সংশয় দূর করবে এবং এভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে পল্লীর জনগণের প্রকৃত অধিকার নিশ্চিত হবে।

২০.০৮.২০১৮

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক